দৈনিক সংবাদ

তারিখ 06 DEC 1991
পৃষ্ঠা 4 কলাম 2

2

73

নকলের স্বর্গরাজ্য

যশোর পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটে ডিপ্লোমার চূড়ান্ত পরীক্ষায় গত সোমবার পাইকারী হারে নকল চলেছে। কিছু উচ্ছৃংখল পরীক্ষার্থী হকিস্টিক ও লোহার রড নিয়ে পরিদর্শকদের উপর হামলা চালায়। সব পরিদর্শককে জোর করে হল থেকে বের করে দেয়া হয়। এভাবে সেখানে নকলের স্বর্গরাজ্য কায়েম করা হয়। এই অবস্থায় ইন্সটিটিউটের শিক্ষকরা নিরাপত্তার অভাবে গত বুধবার কোন পরীক্ষা নেননি।

অভিযোগে প্রকাশ, উচ্ছৃংখল পরীক্ষার্থীরা যখন লাঠি নিয়ে নকলের অধিকার আদায়ে মত্ত ছিল, সে সময় তাদের পাল্টা লাঠ্যৌষধি প্রয়োগ না করে কর্তব্যরত ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেন।

নকলের রাজত্ব প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতিপর্ব শুরু হয়েছিল পরীক্ষা শুরুর দু'দিন আগে থেকে। উচ্ছৃংখল কিছু ছাত্র রাতে ইন্সটিটিউটের অধ্যক্ষের বাড়িতে হামলা চালায়। বোমাবাজি ও সন্ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে অধ্যক্ষকে সপরিবারে বাসভবন থেকে বহিষ্কার করে। এভাবে নকলের মূল বাধা দূর করা হয়। অধ্যক্ষ সপরিবারে কোতোয়ালী থানায় আশ্রয় গ্রহণ করেন।

থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল আগেই। একশ্রেণীর পরীক্ষার্থীর বেআদবি সীমা ছাড়িয়ে যাবে এরকম ধারণা করা কর্তৃপক্ষের জন্য কঠিন ছিল না। অথচ নকল প্রতিরোধে কঠোর পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। এভাবে নকলবাজদের আশকারা দেয়া হয়েছে।

ঘটনার পর ইন্সটিটিউটের সব শিক্ষক কর্তৃপক্ষের কাছে একযোগে অব্যাহতিপত্র পেশ করেছেন। পরীক্ষার হলে ডিউটি করা সম্ভব নয় বলে তারা জানিয়েছেন। পুলিশ যেখানে নীরব দর্শক, সেখানে পরিদর্শকদের রণেভঙ্গ দেয়া ছাড়া আর কি পথ আছে?

পরীক্ষায় নকল আজকাল মামুলি ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। এমন কোন পরীক্ষা নেই যেখানে নকল হয় না। পরীক্ষার হল থেকে মণ কে মণ নকল উদ্ধার হয়। হাজারে হাজারে পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়। নকলে সাহায্য করার দায়ে শিক্ষক-পরিদর্শকরাও বহিষ্কার হন। তবে যশোর পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের ঘটনাবলী নকলের রাজ্যে সব ঘটনাকে টেক্কা মেরেছে।

এই ঘটনা আমাদের জীর্ণ শিক্ষাব্যবস্থার একটি করুণ চিত্র। আমাদের স্কুল, কলেজ, ইন্সটিটিউটের শিক্ষা যে কোথায় গিয়ে ঠেকেছে, তা সহজেই বোঝা যায়। কোনভাবে একটা ডিগ্রী আদায় করাই যেন হয়ে উঠেছে একশ্রেণীর শিক্ষার্থীর স্কুল-কলেজের খাতায় নাম লেখানোর একমাত্র উদ্দেশ্য। সে জন্য শিক্ষাবর্ষ শেষে পরীক্ষার হলে নকলবাজির তাণ্ডব চলে। যারা মন দিয়ে লেখাপড়া করে, পরীক্ষার হলে নকলের ডামাডোলে তাদের নাকানি-চুবানি খেতে হয়। কর্তৃপক্ষের কি কিছুই করণীয় নেই?

যশোর পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের ঘটনায় শিক্ষা-কর্তৃপক্ষ যদি 'অধিক শোকে পাথর' হয়ে নীরব ভূমিকা পালন করেন, তাহলে সেটা হবে চরম অন্যায়। যে উচ্ছৃংখল পরীক্ষার্থীরা এসব কাণ্ড ঘটিয়েছে, তারা নিজেরাই যথেষ্ট প্রমাণ দিয়েছে যে, পড়াশোনার প্রয়োজন তাদের নেই। তাদের একমাত্র ওষুধ পত্রপাঠ বিদায়।